শিশুবিয়ে এবং আমরা

আফরিনা বিনতে আশরাফ

বিকেলবেলার 'কনেদেখা আলো'য় কবি বলেছিলেন, 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'— এই কথার মাঝে ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। প্রশ্নও আছে, বয়স কি হয়েছে কনের? বাল্যবিয়ে তথা শিশুবিয়ে নিয়ে বর্তমানে অনেক আলোচনা হচ্ছে। শিশুবিয়ে তো বাংলাদেশে অতীতকাল থেকে চলে আসছে। এটি আমাদের দেশের একটি সামাজিক প্রথা। ১৯২৯ সালে শিশুবিয়ে আইন করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো এটি বজায় আছে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে।

শিশুবিয়ে

১৫ বছরের মনি এক বছরের ছেলেকে নিয়ে বাড়ির পাশে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। আর মাত্র কয়েক হাত জমি আছে, তারপর একদিন ভেঙে যাবে এই স্থানটুকু, সেই সাথে তার বাবার বাড়িটিও। দুই বছরের সংসার করে এই তার অবলম্বন। এরপর সে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবে? বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে, শিশুবিয়ে— আজ সে বিবাহিতা, ছেলে সন্তানের মা। কিন্তু তার জীবন থেকে সুখ-আনন্দ হারিয়ে গেছে। শিশু থেকে সে এখন নারী হয়ে গেছে। ছেলেশিশুর জন্ম দিয়েও সে সংসার হারিয়েছে। স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছে। শিশুবিয়ে আমাদের সমাজের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি। যা প্রায় প্রতিটি পরিবারের প্রথায় পরিণত হয়েছে।

আমরা মেয়েটির নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত তাই আমরা চিন্তাও করি না, শিশুবিয়ের মাধ্যমে কন্যাশিশুকে, কখনো কখনো ছেলেশিশুকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা সামাজিক সমস্যা— দাম্পত্য কলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, পারিবারিক সহিংসতা, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি।

আমাদের সমাজে বিয়ে একটি চুক্তি। এর জন্য আইন আছে, ধর্মীয় বিধান আছে। যেকোনো শিশু তা সে ছেলে বা মেয়ে হোক নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়ে হলেই তাকে শিশুবিয়ে বলা হয়। প্রচলিত আইনের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছরের পূর্বের সমস্ত বিয়েই শিশুবিয়ে।

শিশুবিয়ের অবস্থা ও অবস্থান

প্রখ্যাত মনীষী ও দার্শনিক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'তুমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেবো'। একুশ শতকে এসেও বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ মেয়ে এখনো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যার একটি বড়ো কারণ হলো শিশুবিয়ে। নারীকে অশিক্ষিত ও কর্মহীন

করে রেখে পরিবারের, সমাজের এবং দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আশা করা যায় না। যেকোনো জাতীয় উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীর উন্নয়ন প্রয়োজন। নারী শিক্ষিত না হলে পরিবারের সন্তানের শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ কমে যায়।

সমাজ সাধারণত গৃহস্থালির কাজ সামলানো আর সন্তান জন্ম দেয়াকেই নারীর প্রধান কাজ বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে। কন্যাশিশুদের বেশির ভাগ পরিবারেই বোঝা (যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া যায়, তত ভালো) মনে করা হয়। কিন্তু নারী ও পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। ২৮(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'। আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ ভাষণে বলেছেন, 'নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি পুরুষের ওপরও নারীর অধিকার আছে।' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর'। বেগম রোকেয়া নারীকে 'অর্ধাঙ্গী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবারসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত এবং ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়। বাংলাদেশ এই সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ।

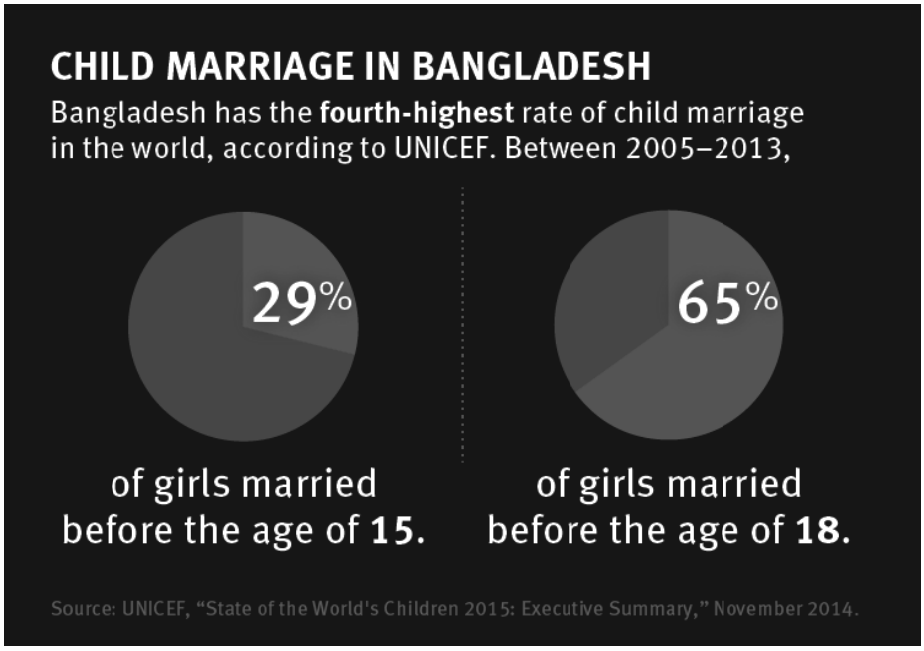

বাস্তবতা হচ্ছে, পড়াশোনা কিছুদূর এগোলেই, বয়স একটু বাড়লেই অভিভাবকরা মেয়েকে বিয়ে দিতে তৎপর হয়ে পড়েন। এই অবস্থা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আছে। বিশ্বে শিশুবিয়ের প্রায়

৪২ শতাংশ হয় দক্ষিণ এশিয়ায়। জাতিসংঘের মতে, শিশুবিয়ের দিক থেকে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশ হলো :

- নাইজার
- চাদ
- বাংলাদেশ
- গুইনিয়া
- মালি
- মোজাম্বিক
- মালই
- মাদাগাস্কার
- সিয়েরা লিওন
- বুরকিনা ফাসো

এই তালিকায় ভারতের অবস্থান তেরোতম এবং নেপাল উনিশতম।

ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সারা বিশ্বের ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার প্রতি তিনজনের একজন নির্যাতিত হয় স্বীয় স্বামী বা সঙ্গীদের মাধ্যমে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ মেয়ে এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকে। তা ছাড়া, দেশের ৮৭ ভাগ নারী বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। এই অবস্থাগুলোর পেছনে শিশুবিয়ে একটি অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশ ও শিশুবিয়ে

সেভ দ্য চিলড্রেন ২০১০ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখিয়েছে, গ্রামাঞ্চলের ৬৯ শতাংশ কিশোরীর ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বিশ্বে যত শিশুবিয়ে হয়, তার প্রতি তিনজনের একজন বাংলাদেশি। বিশ্বে প্রায় ৭০ কোটি মেয়ের প্রতি বছর শিশুবিয়ে হয়, এর মধ্যে ১৫ বছর বয়সের প্রায় ২৫ কোটি।

ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই শতকরা ৩৯ শতাংশ মেয়ের এবং ১৮ বছরের মধ্যে ৭৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বাংলাদেশে শিশুবিয়ের গড় হার ৬৫ শতাংশ। ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের এই হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। এই বিবেচনায় শিশুবিয়ের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১২ সালের প্রতিবেদনে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মেয়েদের ২০ শতাংশ ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই দুই বা ততধিক সন্তানের মা হচ্ছে। এর ফলে প্রসূতি মৃত্যুর হার এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যাও তাদের ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে। গর্ভধারণ এবং প্রসবকালে এসব কিশোরী মায়ের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবাও নিশ্চিত করা হচ্ছে না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এক দশক ধরে বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ ক্ষেত্রে ১৯ বছর বয়সের আগেই বাল্যবিয়ের শিকার নারীরা গর্ভবতী হচ্ছে। এই বয়সসীমায় মা হওয়া ৩০ শতাংশ নারী এবং ৪১ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক শিশুবিয়ের হার নিম্নরূপ :

- ঢাকা ৬৬ শতাংশ
- রাজশাহী ৭৩ শতাংশ
- খুলনা ৭৫ শতাংশ
- চট্টগ্রাম ৫৮ শতাংশ
- বরিশাল ৭২ শতাংশ
- সিলেট ৪৮ শতাংশ

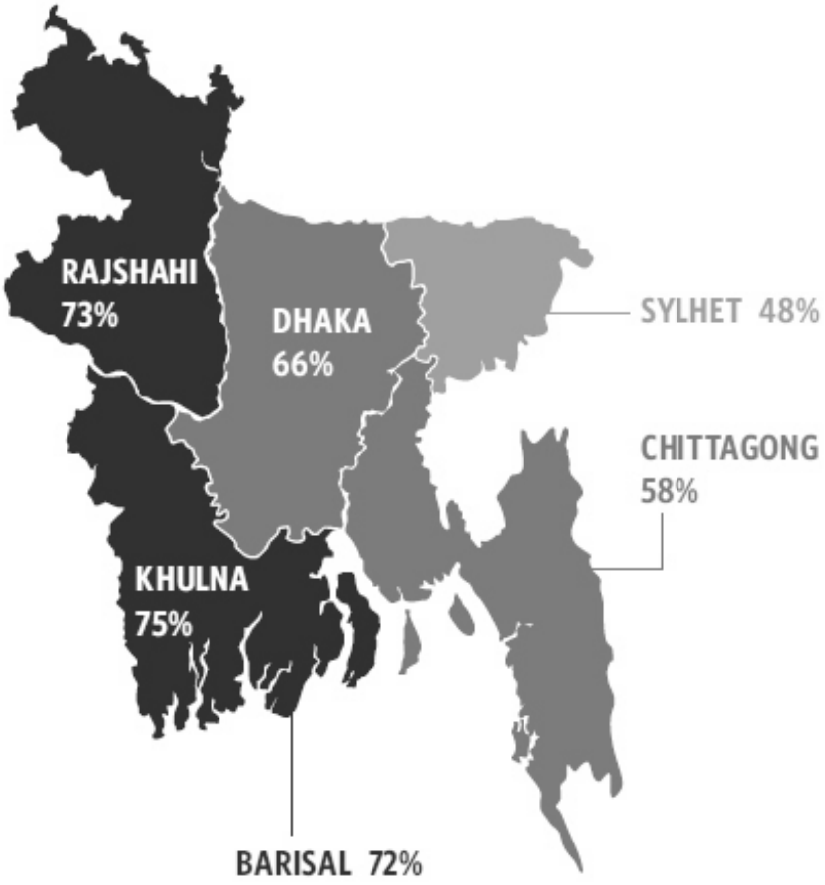

শিশুবিয়ে সংক্রান্ত কিছু তথ্য

১. জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছরের আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ে এবং একই বয়সের ৫ শতাংশ ছেলের বিয়ে হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে দেখা গেছে, মাত্র একহাজার টাকার দেনমোহরে বিয়ে হচ্ছে এইসব সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের, যাদের বয়স ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোনো দেনমোহরই ধার্য করা হয় নি। এমনকি বিয়ের রেজিস্ট্রেশনও করা হয় নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বড়ো অংকের যৌতুক দাবি করছে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

২. ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১০-১৯ বছর বয়সের দুই-তৃতীয়াংশ কিশোরী বাল্যবিয়ের শিকার হয়।

৩. সেভ দ্য চিলড্রেন-এর ২০১০ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ৬৯ শতাংশ নারীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

৪. জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার ২০০৯ সালে ছিল ৬৪ শতাংশ, যা ২০১১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৬ শতাংশে।

৫. বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীর বিয়ের গড় বয়স ১৫ বছর ৩ মাস।

৬. ইউনিসেফ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, দেশে আঠারো বছর পূর্ণ হবার আগে বিয়ের হার ৬৬ শতাংশ এবং ১৫ বছরের আগে বিয়ের হার ৩২ শতাংশ।

৭. বাংলাদেশে গর্ভবতী নারীদের মধ্যে ৫৭ শতাংশের বয়স উনিশের নিচে। বাল্যবিয়ের কারণে ৪১ শতাংশ মেয়ে স্কুল ত্যাগ করে।

শিশুবিয়ের কারণ ও প্রভাব

আইসিডিডিআর'বি কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০-২৪ বছর বয়সী প্রায় ৬৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়স হবার পূর্বে। প্রতি বছর প্রায় ১৪ মিলিয়ন মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর হবার পূর্বে, যার গড় করলে দাঁড়ায় :

- মাসে ১,১৬৬,৬৬৬ জন
- সপ্তাহে ২,৬৯,২৩০ জন
- দিনে ৩৮,৪৬১ জন
- মিনিটে ২৭ জন

প্রতি বছর পৃথিবীজুড়ে কমপক্ষে ১ কোটি মেয়েশিশু বিয়ের শিকার হয় এবং এটা শুধু ব্যক্তি মেয়ের জীবনেই নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক এবং সন্তান লালনপালনসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় শিশুবিয়ে একটি সামাজিক প্রথার রূপ ধারণ করেছে, বাংলাদেশে যা খুবই প্রকট। এখানে শিশুবিয়ের সাথে অন্যান্য সামাজিক অবক্ষয়গুলোও জড়িত; যেমন, মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার হার কম, স্কুল থেকে ঝরে যাওয়ার হার বেশি, প্রজননস্বাস্থ্যের জটিলতা, জন্মহার বৃদ্ধি, জেন্ডার বৈষম্য

এবং পরিবারে নারীদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন প্রভৃতি। শিশুবিয়ে বৃদ্ধির অন্যতম দুটি কারণ হচ্ছে : আইনের প্রয়োগ না হওয়া এবং নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য। কেননা, এখানে এখনো নারীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বোঝা বলে মনে করা হয়, যেজন্য বিয়ের আসরে পাত্রকে যৌতুক দেয়াটা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে।

শিশুবিয়ের বিভিন্ন কারণের মধ্যে আছে :

- শিক্ষার অভাব
- তথ্যের অভাব
- অসচেতনতা
- দারিদ্র্য
- যৌতুকের ভয়
- বহুবিবাহ প্রথা
- কুসংস্কার
- অন্ধবিশ্বাস
- ধর্মীয় বিশ্বাস
- পিতৃতন্ত্র
- ম্যাসকুলিনিটি
- মেয়েদের বোঝা ভাবা
- সামাজিক চাপ
- যৌন হয়রানি
- নিরাপত্তার অভাব
- অভিভাবকের ইচ্ছা
- সুপাত্র প্রত্যাশা
- বয়স বাড়ার ভয়

এ ছাড়া, আরো কিছু বিষয় নিম্নোক্ত উপায়ে শিশুবিয়েকে এগিয়ে নিয়ে যায় :

- যেসব বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো খাওয়াতে পরাতে পারেন না, তাদের পড়ালেখার খরচ জোগাতে পারেন না, তারা মেয়ের জন্য যেকোনোভাবে একটা বর খুঁজে নিতে চান, যাতে মেয়েটা অন্তত খেতে পায়।
- প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক গরিব মেয়ে স্কুলে যেতে পারে না, কারণ তাদের পরিবার পরীক্ষার ফি, স্কুলের পোশাক, খাতা-কলমসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতে পারে না।
- যখনই মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, সাথে সাথে তাদের বাবা-মা তাদের বিয়ে দিয়ে দেন।
- অবিবাহিত মেয়েদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়া এবং তা ঠেকাতে পুলিশের ব্যর্থতাও শিশুবিয়েকে ত্বরান্বিত করে।
- সামাজিক চাপ, প্রথা ও রীতিনীতি, যৌতুক দেওয়ার ব্যাপক প্রচলন, যত কমবয়সী মেয়ে তত কম যৌতুক— এই ধারণা শিশুবিয়েকে অনেক শ্রেণির কাছে শুধু গ্রহণযোগ্যই করে রাখে না, প্রত্যাশিতও করে তোলে।

আরেকটি অন্যতম বড়ো কারণ হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপকতাও অনেক মেয়েকে এই ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এসব দুর্যোগ তাদের পরিবারকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা পরিবাগুলোকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। 'শিশুবিয়ে বাংলাদেশে এক মহামারি হয়ে উঠেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যা আরো খারাপের দিকে যায়'— বলেছেন নারী অধিকার বিষয়ক সিনিয়র গবেষক হিদার বার।

'বিয়ে করো তোমার ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ার আগেই : বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ'— ১৩৪ পাতার এই প্রতিবেদনটি সারাদেশ থেকে গৃহীত শতাধিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি। এতে অন্তর্ভুক্তদের অধিকাংশই বিবাহিত নারী, কারো কারো বয়স মাত্র ১০। এটি মানুষকে শিশুবিয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণগুলো তুলে ধরেছে, যার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিক্ষায় অধিকারের

অভাব, সামাজিক চাপ, হয়রানি ও যৌতুক। শিশুবিয়ে বাংলাদেশে একটি মেয়ে ও তার পরিবারের কী ধরনের ক্ষতি করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে; যেমন, মাধ্যমিক পর্যায়েই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া, গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেওয়া, আগাম গর্ভধারণ যা মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে, স্বামী পরিত্যক্ত হওয়া এবং স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া।

এই প্রতিবেদনে আরো যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো শিশুবিয়েতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভূমিকা। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত ও জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। এসব দুর্যোগ অনেক পরিবারকেই গভীর দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়, যা তাদের মেয়েদের শিশু বয়সে বিয়ের ঝুঁকি বাড়ায়। পরিবারগুলো জানিয়েছে, এসব দুর্যোগের পর অথবা দুর্যোগের আগাম অনুমান করেই তারা অল্পবয়সী মেয়েদের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করার চাপ অনুভব করেন। বিশেষ করে নদীভাঙনে ক্রমাগত ধ্বংসযজ্ঞের ফলে যারা ঘরবাড়ি ও জমিজমা হারান, তাদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।

শিশুবিয়ে এবং আইন

বাল্যবিয়ে বাংলাদেশে ১৯২৯ সাল থেকে অবৈধ। ১৯২৯ সালে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' প্রণীত হয়। ১৯৮০ সালে বিয়ের ন্যূনতম বয়স মেয়েদের ১৮, ছেলেদের ২১ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কিছু সংশোধনী এনে 'বাল্যবিয়ে আইন ২০১৪' চূড়ান্ত করার একটা প্রক্রিয়া চলছে।

আমাদের অবস্থান

অল্পবয়সী মেয়েরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আজকের যুবসম্পদ (মেয়ে ও ছেলে) ভবিষ্যতের সম্পদ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ১৯৯১-'৯২ সালের তুলনায় ২০১০ সালে ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার বিষয়টি জাতিসংঘকে 'চমৎকৃত' করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লৈঙ্গিক সমতা অর্জন করেছে। মাতৃমৃত্যু ২০০১ সালের তুলনায় ২০১০ সালে ৪০ ভাগ কমে এসেছে দেশটিতে। নানা বিষয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের ক্রমাগত সাফল্যে এ প্রশ্নটি আরো বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, তাহলে এখানে কেন এখনো শিশুবিয়ের হার উচ্চমাত্রায় রয়ে গেছে, যা কিনা বিশ্ববাসীর কাছে অন্যতম নিকৃষ্ট ব্যাপার বলে গণ্য হয়?

জাতীয়ভাবে, বাংলাদেশ সরকার শিশুবিয়ে বন্ধে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 'কন্যাশিশু সম্মেলন'-এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শিশুবিয়ে বন্ধের অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি কতগুলো পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে ২০১৪ সালের মধ্যেই আইনের সংস্কার ও একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মেয়েদের যদি শিক্ষা ও কাজের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে শিশুবিয়ে কমানো সম্ভব। এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে অভিভাবকেরা মনে করেন, বিয়ে একটি মেয়ের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। ২০১৫ সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড নিউজ টেলিভিশনে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে জানিয়ে তিনি শিশুবিয়ে প্রসঙ্গে বিবিসিকে বলেন, 'আইন করেই শুধু এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। মেয়েদের সক্ষম করে তুললেই এই প্রবণতা কমবে।'

শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা স্কুলে বিনামূল্যে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। এখন কোনো বাবা-মাকে সন্তানের বই কেনার বিষয়ে ভাবতে হয় না।'

নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু ঝরে পড়ার ঘটনা রয়েছে। কিন্তু আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য।'

২০১৫ সালের ১৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে শিশুবিয়ে নিরোধ সংক্রান্ত পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে মহাপরিচালকের স্বাক্ষরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক, বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাল্যবিয়ের নেতিবাচক দিক, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন না করার কুফল, 'বালিকা নয় বধূ' স্লোগান ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন ভিডিও প্রদর্শনী, কাজি ও পুরোহিতদের কাছ থেকে শিশুবিয়ে পড়ানো হবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ, মানববন্ধন, সমাবেশ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতীয়ভাবে, জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় সংস্থার ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলা শাখায় শিশুবিয়ে রোধে নিয়মিত উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪ হাজার ৪৯৪টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৭৭ হাজার ৭৬১ জন নারীকে সচেতন করা হয়েছে। এ ছাড়া, জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে শিশুবিয়ে রোধে ৫০ হাজার লিফলেট এবং ১০ হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সংস্থার জেলা ও উপজেলা শাখায় বিতরণ করা হয়।

বেসরকারি পর্যায়ে 'শিশুবিয়ে' বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, আইসিডিডিআর'বি, কেয়ার, ব্র্যাক, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি, বিএনপিএস, বিএনডব্লিউএলএ, পপুলেশন কাউন্সিল, ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে।

আমরা শিশুবিয়ে আর হোক তা চাই না। একটা মেয়ের জন্ম কেবল বিয়ের জন্য নয়, এটা সবাইকে বুঝতে হবে। কীভাবে তাদের এটা বোঝানো যায় আমাদের সবাইকে মিলে তার দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

আমরা সেই বিকেলবেলার আলো দেখতে চাই, যেখানে আছে :

বালিকা/কন্যাশিশু শুধু বধূ নয়
কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে দেশের উন্নয়ন
বাল্যবিয়ে রোধ করি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি
শিক্ষা-পুষ্টি নিশ্চিত করি বাল্যবিয়ে বন্ধ করি

প্রতিটি মেয়েশিশু বেড়ে উঠুক স্বপ্ন পূরণের গল্প নিয়ে।

আফরিনা বিনতে আশরাফ উন্নয়নকর্মী। afrinab@gmail.com